সংবাদ

016

তারিখ ... 12 JUN 1985 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 5 ...

সোনালী ব্যাংক শিক্ষাঋণ প্রকল্প দূরঅস্ত

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

সোনালী ব্যাংকের শিক্ষা ঋণ প্রকল্প সহসা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। ব্যাংকের সমীক্ষা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এ প্রকল্পটির ওপর আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পর্যালোচনার পর প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। ব্যাংক সূত্রে এ খবর জানা গেছে।

মেধাবী ও সামর্থ্যহীন ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চতর শিক্ষার পথ সুগম করার লক্ষ্যে সোনালী ব্যাংক এ প্রকল্পটি প্রবর্তন করেছিলো। এর আওতায় দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসা, প্রকৌশল, ডেন্টাল, কৃষি ও টেক্সটাইল মহাবিদ্যালয়গুলোতে অধ্যয়নরত যোগ্য শিক্ষার্থীদেরকে মাসে ৬শ' টাকা হারে চার থেকে পাঁচ বছর শিক্ষাকালীন সময়ের জন্য সুদমুক্ত ঋণ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিলো। ঠিক হয়েছিলো, ঋণ গ্রহণকারী শিক্ষার্থী কর্মজীবন শুরু করার পর তার মাসিক আয়ের ওপর ভিত্তি করে

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

সোনালী ব্যাংক

(১ম পাতার পর)

ঋণ শোধের কিস্তি নির্ধারণ করা হবে যা কমপক্ষে হবে ২শ' টাকা। শিক্ষাকালীন সময়ে এ ঋণের ওপর সুদ না ধরে শিক্ষার্থীর কর্মজীবনের শুরু থেকে ব্যাংকের প্রচলিত হারে সুদ আদায় এবং অনাদায়ী ঋণের ওপর প্রতি বছর ক্রমবর্ধমান শতকরা ২ ভাগ হারে অনূর্ধ শতকরা ৬ ভাগ পর্যন্ত দণ্ড সুদ আদায়েরও নিয়ম করা হয়েছিলো।

ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত যোগ্যতা পূরণ করে এবং শর্ত মেনে নিয়ে দু' হাজারেরও বেশী ছাত্রছাত্রী এ ঋণের জন্য আবেদন করেছিল। তাদের মধ্যে প্রায় দু' হাজার জনকে ঋণ বরাদ্দের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিতও করা হয়েছিল। গত জানুয়ারীর শুরুতে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিষদে বড় ধরনের রদবদল ঘটার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্মসংস্থান প্রকল্প (বিকল্প), শিক্ষা ঋণ প্রকল্প ইত্যাদি প্রকল্পের সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনার জন্য সমীক্ষা কমিটি গঠন করা হয়। ব্যাংক কর্তৃপক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী, এ কমিটি সম্প্রতি তাদের এক রিপোর্টে বলেছে শিক্ষা ঋণ প্রকল্পটির ওপর আরো পরীক্ষা নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা প্রয়োজন এবং তার আগে এ প্রকল্পে হাত দেয়া ঠিক হবে না।

অন্য এক সূত্রে জানা গেছে, ঋণ আদায়ের যে নিয়ম ঠিক করা হয়েছিলো সেভাবে আদৌ ঋণ আদায় সম্ভব কিনা এ প্রশ্নটাই এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

প্রকল্পটির কথা ঘোষণা করার পর অনেক দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রছাত্রী আশার আলো দেখতে পেয়েছিল। সে কারণে শিগগিরই প্রকল্পটির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেয়া প্রয়োজন বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন।